রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, অক্টোবর ২১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/৯ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৬.২২.০২৮.২০১৭-৩৩৮—পুতুলনাট্যশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

পুতুলনাট্যশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮

মুখবন্ধ :

পুতুলনাট্য বা পুতুলনাচ (ইংরেজিতে puppet বা puppetry) বাংলাদেশের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত একটি বিনোদন আশ্রয়ী পেশাদারী লোক-শিল্পমাধ্যম। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, কৃত্য ও শিল্পকলার আঙ্গিকরূপে প্রতিষ্ঠিত পুতুলনাট্যচর্চার সূচনা হয়েছিল প্রাচ্যসভ্যতার আদিভূমি তৎকালীন অখণ্ড ভারতবর্ষে। ধারণা করা হয়, প্রাচীনকালে নৃত্য ও অভিনয়ের ন্যায়, পুতুলনাচও কৃত্য ও ধর্মবিশ্বাসের জাঁকজমক অনুষ্ঠানরূপে ব্যবহৃত হত। মধ্যযুগের অনেক কাব্যে পুতুল, পুতুলনাচ, পুতুলনাচকার, বাজিকর, সূত্রধর ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানের বাংলাদেশ নামীয় এ ভূখণ্ডে উল্লেখ্যযোগ্যভাবে পুতুলনাট্যের প্রচলন ছিল। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে, বাংলা ভাষায় পুতুলনাচ, পুতুলবাজি, ছায়াবাজি প্রভৃতি শব্দ পুতুলনাট্যের পরিভাষা হিসেবে প্রচলিত। পুতুলনাট্য কর্তৃক পরিবেশিত অভিনয়-ক্রিয়া, শিল্পমূল্যে নাট্যাভিনয়ের সমকক্ষ। পুতুলনাট্যের উপস্থাপনা, চরিত্র নির্মাণ, রচনাকৌশল, বিষয়বস্তু নির্বাচন সবকিছুই নাটকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মূল্য : টাকা ১২.০০

ইংরেজি পাপেট্রি, পাপেট শো, পাপেট থিয়েটার, ম্যারিওনেট প্রভৃতি প্রচলিত পরিভাষা বলতে অভিনয়ক্ষম অর্থাৎ মানব-অভিনেতা কর্তৃক সঞ্চালনপূর্বক অভিনয় সম্পন্নকারী পুতুল দ্বারা পরিবেশিত নাট্যথিয়েটারকে বোঝায়। অন্যদিক থেকে দেখলে সাধারণভাবে অনুভূত হয় যে, পুতুল হচ্ছে মানুষের আজীবনের সুহৃদ ও সঙ্গী এবং সেই কারণেই পুতুল দ্বারা অভিনয়-ক্রিয়া প্রচলনের প্রণোদনা মানব সভ্যতার ঊষালগ্নেই সূচীত হয়েছে। দেশে-দেশে, কালে-কালে মানুষের সহজাত বিনোদন ও শিক্ষার অভিলিপ্সা থেকে এক সময় এই শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। তবে এর পাশাপাশি এও স্বীকার্য যে, সভ্যতার শুরুর লগ্নে, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শিল্পের প্রতিযোগী হিসেবে সমান্তরাল কোন আধুনিক সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ ছিল না বললেই চলে। তখন ছিল না কোন বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন বা আজকের স্যাটেলাইট যুগের আকাশ সংস্কৃতির দৌরাত্ম। সে সময়ে বৃহত্তর গ্রাম বাংলার বিভিন্ন বয়সী সাধারণ মানুষের কাছে অন্যান্য দেশজ শিল্পের ন্যায় বিনোদন প্রদান ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষণসহ লোকশিক্ষার অন্যতম বাহন হিসেবে পুতুলনাট্য পরিবেশনাও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং খুবই জনপ্রিয়।

এ শিল্পের বলয়ে নানা মাপের ও নানান ধরনের পুতুলকে অবলম্বন করে আমাদের এ ভূখণ্ডে ধর্মকথা, লোককথা, রূপকথা, পুরাণ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, নীতি-নৈতিকতা, সামাজিক অসংগতি প্রভৃতি প্রদর্শিত হত। আমাদের এতদ অঞ্চলের বিভিন্ন মেলা-পার্বন, পুজা-উৎসব প্রভৃতির অপরিহার্য অংশ ছিল এই পুতুলনাচ বা পুতুলনাটকের প্রদর্শনী।

বর্তমান আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিনোদনের পাশাপাশি শিক্ষা (শিশু শিক্ষা, গণশিক্ষা), মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, সাধারণ বিজ্ঞান এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও মনোচিকিৎসাসহ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানাবিধ কাজে পুতুলনাট্য পরিবেশনা কার্যকর উপাদান হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, বিভিন্ন বিদ্যা প্রচার, আদর্শ সমাজ গঠন, শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করাসহ নানা আর্দশিক কাজে পুতুলনাটকের প্রদর্শনী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য যে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে প্রত্যাশা অনুযায়ী আমাদের দেশে এই শিল্পের যথার্থ উন্নয়ন ও বিকাশ লাভ ঘটেনি। আসলে দীর্ঘদিন ধরে বিদেশী ও বিজাতীয়দের দ্বারা শাসিত এ জনপদের সাধারণ মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক চর্চা বা সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান কখনও সে অর্থে রাষ্ট্রের আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি।

অনেক গবেষকের মতে, পুতুলনাট্য হলো বস্তু ও বাকজাত কর্মকাণ্ড দ্বারা গঠিত মিশ্রলোকশিল্পকলা। এতে মাটি, কাঠ, শোলা (উলুখাগড়া জাতীয় উদ্ভিদ) তুলা, কাগজ, কাগজের মণ্ড, কাপড় থার্মকল, ফোম, অলংকার, নানা বর্ণীল পোশাক প্রভৃতি বস্তুজাত উপকরণ এবং পুরাণ, লোকায়ত গল্প, ঐতিহাসিক ঘটনা, কাহিনী-কাব্য প্রভৃতি বাকজাত সাহিত্য উপাদান এবং বাকসৃষ্ট অভিনয় (কণ্ঠ বা বাচিক) যা গীত সহযোগে পরিবেশিত হয়।

সাধারণত: অভিনয়ে পুতুল সঞ্চালন বা পরিচালনা কৌশল অবলম্বনের ভিত্তিতে পুতুলনাট্যকে শ্রেণিকরণ করা হয়। দেশ-বিদেশে প্রচলিত পুতুলনাট্যের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে মোট সাত ধরনের পুতুলনাট্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও, বাংলাদেশে সাকুল্যে তিন অথবা চার শ্রেণির পুতুলনাট্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতায় বর্তমানে কেবলমাত্র, সূতা পুতুলনাট্যের অতিশয় ক্ষীণ অস্তিত্ব দৃশ্যমান। তবে এর পাশাপাশি দণ্ড বা রড চালিত এবং হস্তচালিত পুতুলনাট্য খুবই সীমিত আকারে আধুনিক 'পাপেট থিয়েটার' নামে বিস্তার লাভ করেছে। এছাড়া আমাদের এ ভূখণ্ডে কখনও কখনও

আঙ্গুল চালিত পুতুলনাট্য বা মাপেট প্রয়োগও দৃষ্টি গোচর হয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত উপরোক্ত সবকটি ধরনের পুতুলনাট্য তথা সামগ্রিকভাবে বিনোদন ও লোকশিক্ষা-সামগ্রী এই শিল্প মাধ্যমটি নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও টানাপোড়নে বর্তমানে প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের স্বার্থে এই শিল্পকে কেবলমাত্র টিকিয়ে রাখা নয়, দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে এর গুণগত পরিবর্তন এবং পুতুলনাট্যের মূল গঠনশৈলী অক্ষুণ্ন রেখে দক্ষ শিল্পীদের দিয়ে নানা মাপ ও ধরনের পুতুল নির্মাণ, নতুন নতুন মজার গল্প তৈরি, দক্ষ পরিবেশনা কৌশল উদ্ভাবন একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া এ শিল্পে আধুনিক প্রক্রিয়ার হস্ত সঞ্চালন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থায় উপযুক্ত কারিগরী জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব একে যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তুলে সমাজের অবক্ষয়, দুর্নীতি, অনাচার, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাদকাশক্তি ও চিন্তা-ভাবনার সীমাবদ্ধতা তথা কূপমন্ডুকতা দূরীকরণপূর্বক মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত একটি সমৃদ্ধশালী আধুনিক সংস্কৃতিমনস্ক বাংলাদেশ গড়ার কাজে ব্যবহার করা যায়।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাট্য শিল্পের উন্নয়ন, অবক্ষয় রোধ এবং পুতুল নাট্যচর্চার বিভিন্ন সমস্যার স্থায়ী সমাধানসহ নিয়মিত পরিবেশনার যথাযথ পরিবেশ সৃজন ও বিকাশ ঘটানো এবং সমকালীন অপরাপর শিল্পসংস্কৃতির সাথে এই শিল্পের সমৃদ্ধ ধারাটি সম্পৃক্তকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক 'পুতুলনাট্য শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৮' প্রণয়ন করা হ'ল।

১. **শিরোনাম :**

এই নীতিমালা 'পুতুলনাট্য শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৮' নামে অভিহিত হবে।

২. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

নিম্নোক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন ও সম্পাদনের জন্য এ নীতিমালা প্রণীত হল :—

২.১. লুপ্তপ্রায় পুতুলনাট্য চর্চার সার্বিক মান উন্নয়ন এবং দেশব্যাপী এর বিকাশ ও প্রসার;

২.২. দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী দেশজ সংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন শাখাকে যথার্থভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানসহ এর পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সুস্থ ও স্থিতিশীল রাখা;

২.৩. পুতুলনাট্যচর্চা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোগকে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সহযোগিতা প্রদান করা;

২.৪. সুস্থ ও রুচিশীল পুতুলনাট্যচর্চার বহমান ধারাকে আরও উন্নত, সমৃদ্ধ এবং গতিশীল করা;

২.৫. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মানবকল্যাণ আশ্রয়ী বিভিন্ন প্রচারণাধর্মী কার্যক্রমে লোকশিক্ষার অন্যতম বাহন এবং সুষ্ঠু রুচিশীল শিল্পচর্চা হিসেবে উপযুক্তভাবে পুতুলনাট্য শিল্পকে ব্যবহার করে, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে নানারূপ কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ে সচেতন করা এবং একই সঙ্গে তাঁদেরকে বিবেকবান, মননশীল, দেশপ্রেমী, রুচিবান ও মানসিকভাবে সমৃদ্ধ করে তোলা;

২.৬. ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাট্য শিল্পের সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদের মানসিক বিকাশ, সমৃদ্ধ শেকড় আশ্রয়ী সংস্কৃতির সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন এবং বাঙালি সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন ও এর বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণের জন্য তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করা;

২.৭. বর্তমানে দেশে কত ধরনের পুতুল এবং কত ধরনের কতটি পুতুল নাট্যদল আছে এবং তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহপূর্বক এর একটি নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন করা। এরই ধারাবাহিকতায় মাঠ পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের পুতুলনাট্য ও এর ইতিহাস বিষয়ে আগামীতে তথ্যবহুল গ্রন্থ ও গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা;

২.৮. নিয়মিত প্রদর্শনী ও উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে পুতুলনাট্য দলসমূহের মধ্যে একটি সুষ্ঠু নান্দনিক প্রতিযোগিতামূলক আবহ সৃজন করা;

২.৯. নিরন্তর প্রশিক্ষণ-অনুশীলনের মাধ্যমে পুতুলনাট্যে অধিকতর শৈল্পিক উৎকর্ষ অর্জনের পাশাপাশি দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদেরকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আরও পুতুলনাট্য দল সৃজন করা;

২.১০. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নাগরিক এবং গ্রামীণ জনজীবনের বৈচিত্রময় কাহিনী ও ঘটনাকে অবলম্বন করে নতুন নতুন গল্প উপস্থাপনে বিভিন্ন পুতুলনাট্যদলকে কার্যকর সহযোগিতা প্রদান করা;

২.১১. পুতুল নির্মাণে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিল্পীকে এ কর্মে নিযুক্ত করণসহ তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা;

২.১২. ঢাকার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানসহ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় পুতুলনাট্য পরিবেশন উপযোগী মঞ্চ এবং নিয়মিতভাবে একসঙ্গে আনুমাণিক ২০০ থেকে ৩০০ জন দর্শক পুতুলনাট্য উপভোগ করতে পারেন এরূপ মিলনায়তনের ব্যবস্থা করা;

২.১৩. পুতুলনাট্যকে একটি সৃজনশীল এবং কার্যকর সমৃদ্ধ শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠাপূর্বক একে একটি পেশাভিত্তিক কর্মক্ষেত্র হিসেবে আমাদের সামাজিক পরিমণ্ডলে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করা;

২.১৪. পরম্পরা তথা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পুতুলনাট্য শিল্পকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ-কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা;

২.১৫. সারাদেশে বংশপরম্পরায় অতীতে যারা এ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের বংশধরদের খুঁজে বের করে তাঁদেরকে যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় এ শিল্পকর্মে তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করা;

২.১৬. পুতুলনাট্যকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে, যাত্রাদলগুলোর ন্যায় এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত দলগুলোর জন্য নিবন্ধন পদ্ধতি চালু করা;

২.১৭. বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ দেশের বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে নিয়মিতভাবে পুতুলনাট্য প্রদর্শনী আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া;

২.১৮. উন্নতমানের পুতুলনাট্য দলকে প্রদর্শনীর জন্য বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা;

২.১৯. সরকার গৃহীত বিভিন্ন জনহিতকর কার্যক্রম দেশের তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পুতুলনাট্যদলকে অন্যতম শক্তিশালী বাহন হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও নানারূপ কর্মসূচী গ্রহণ করা;

২.২০. পুতুলনাট্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান অথবা কেন্দ্র চালু করে পুতুলনাট্য শিল্পীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা;

২.২১. শিশু-শিক্ষায় পুতুলনাট্য শিল্পের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে পুতুল নাচ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;

২.২২. আর্ট কলেজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয়বস্তু হিসেবে পুতুলনাট্য শিল্পকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা;

২.২৩. অন্যান্য সংস্কৃতিসেবীদের ন্যায় পুতুলনাট্য শিল্পীদের সরকারি-বেসরকারিভাবে অনুদান প্রদানের প্রথা চালু করা;

২.২৪. বিভিন্ন দিবসে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পুতুলনাট্য মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করা;

২.২৫. এ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা;

২.২৬. নিয়মিত গবেষণা, প্রকাশনা, প্রশিক্ষণ ও উৎসব আয়োজন এবং দেশ-বিদেশের নানা অনুষ্ঠানে পুতুলনাট্যকে অন্তর্ভুক্ত করে এই শিল্পের উৎকর্ষ, উন্নয়ন ও বিকাশ লাভের ক্ষেত্র তৈরি করা;

২.২৭. পুতুলনাট্যশিল্প এবং এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক এবং আইনি ক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা লাভের বিষয়টি নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে, সচেতনতা তৈরির কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া।

৩. বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ :

গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় "পুতুলনাট্য উন্নয়ন কমিটি" এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি তার প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে।

৪. কমিটি গঠন :

গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইন-বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন করে মোট ৮(আট) জন প্রতিনিধিসহ পুতুলনাট্য শিল্পের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, পুতুলনাট্য গবেষক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে সর্বমোট ১৭ (সতের)

সদস্য বিশিষ্ট "পুতুলনাট্য উন্নয়ন কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হবে। মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পদের কর্মকর্তা হবেন। পদাধিকারবলে কমিটির চেয়ারম্যান হবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কমিটির সাচিবিক কার্যালয়ের দায়িত্ব একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ এবং কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব উক্ত বিভাগের পরিচালকের উপর ন্যস্ত থাকবে। উল্লিখিত কমিটি এই নীতিমালার ২নং ধারায় বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কমিটির মেয়াদ হবে ৩(তিন) বছর। বছরে কমপক্ষে ৩(তিন) বার কমিটির সভা আহ্বান করা হবে।

৫. অনুদান :

সরকারি অর্থ বরাদ্দের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পুতুলনাট্য শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক পুতুলনাট্য দলকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিবছর নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রবীণ ও দুস্থ পুতুলনাট্য শিল্পীকে অনুদান বা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬. নিবন্ধন :

৬.১ দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্নধারার পুতুলনাট্য দলগুলিকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে নিবন্ধিত হতে হবে। এই নিবন্ধন সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে। পুতুলনাট্য নীতিমালা-২০১৮ অনুমোদন এবং তা গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর নিবন্ধন বিষয়ক সকল প্রকার কাজ সম্পাদনের জন্য (ফরম তৈরি, ফি নির্ধারণ, শর্তাবলী ও অন্যান্য বিষয়) কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৬.২ নিবন্ধিত পুতুলনাট্য দলসমূহকে প্রতি ৩(তিন) বছর অন্তর নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে;

৬.৩ সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া পর পর ৩(তিন) বছর নিবন্ধিত দলের মালিকপক্ষ পুতুলনাট্য দল গঠন, প্রদর্শনীর আয়োজন কিংবা অনুষ্ঠান পরিবেশনে ব্যর্থ হলে অথবা দলের পরিবেশনা বিষয়ে লিখিতভাবে, কোন আপত্তিকর বিষয়ক অভিযোগ পাওয়া গেলে এবং অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর তা সত্য বলে প্রমাণিত হলে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট পুতুলনাট্য দলের নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে :—

৬.৩.১ কোন পুতুলনাট্যদল ৬.৩ ধারায় অভিযুক্ত হলে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমি প্রথমে অভিযুক্ত পুতুলনাট্যদলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবে। অভিযুক্ত মালিকপক্ষ নোটিশ প্রাপ্তির ৭(সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে যথোপযুক্ত জবাব দিতে বাধ্য থাকবে;

৬.৩.২ ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে অভিযুক্ত মালিকপক্ষ জবাব প্রদান করতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সরাসরি উক্ত দলের নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে;

৬.৩.৩ অভিযুক্ত মালিকপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি উক্ত দলের নিবন্ধন, সাময়িকভাবে স্থগিত অথবা বাতিল করতে পারবে।

৭. চুক্তি স্বাক্ষর :

৭.১ পুতুলনাট্যদলের মালিকপক্ষ এবং অনুষ্ঠান আয়োজক কর্তৃপক্ষের মধ্যে পুতুলনাট্য পরিবেশনা সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের পূর্বেই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হতে হবে। চুক্তিভঙ্গের জন্য দায়ী আয়োজক-কর্তৃপক্ষ কিংবা মালিকপক্ষ এবং প্রয়োজনে উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

৭.২. পুতুলনাট্যদলের মালিকপক্ষ, সংশ্লিষ্ট পুতুলনাট্য দলের সকল শিল্পী-কলাকুশলীগণের সাথে উভয়পক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তিপত্র সম্পাদন করবেন এবং মালিকপক্ষকে উক্ত চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরিত কপি সকল পুতুলনাট্য শিল্পীকে প্রদান করতে হবে। এছাড়া সকল চুক্তিপত্রের অনুলিপি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে জমা দিতে হবে। এক মৌসুমে একজন শিল্পী শুধুমাত্র একটি দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন।

৮. অনুমতি :

৮.১ স্থানীয়ভাবে আয়োজিত মেলা কিংবা কোনোস্থানে প্যান্ডেল তৈরি করে বা নির্দিষ্ট কোন মিলনায়তনে দর্শনীর বিনিময়ে প্রদর্শনী করতে হলে পূর্বেই স্থানীয় জেলা প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে। অনুমতির জন্য আবেদন পাওয়ার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে, জেলা প্রশাসনকে অনুমতির বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে;

৮.২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা স্থানীয় হাট-বাজারে কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যানারে আয়োজিত উন্নয়ন ও জনসচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম, পারিবারিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে পুতুলনাট্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে আয়োজক অথবা উদ্যোক্তা সংগঠক, স্থানীয় জেলা প্রশাসন অথবা উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করবেন। এ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের স্বার্থে স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় সহায়তাদান করবে;

৮.৩. এছাড়া স্থানীয় জেলা বা উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এ ক্ষেত্রে কার্যকর সহায়তা প্রদান করবেন।

৯. নিরাপত্তা :

অনুমোদিত স্থানে পুতুলনাট্য প্রদর্শনীর জন্য স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জেলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন, উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা প্রশাসন এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

১০. সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা :

১০.১. পুতুলনাট্যের বিষয়, কাহিনী, সংগীত এবং পরিবেশনার ধরন কোনোক্রমেই জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি হতে পারবে না;

১০.২. পুতুলনাট্যদলের মালিকপক্ষ এবং আয়োজক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রশাসনকে এই মর্মে নিশ্চিত করবে যে, প্রদর্শনী স্থলে বা প্যান্ডেলের অভ্যন্তরে বা এর পার্শ্ববর্তী স্থানে কোনো অসামাজিক কিংবা অনৈতিক কার্যকলাপ চলবে না;

১০.৩. পুতুলনাট্য প্রদর্শনের নামে কোথাও পুতুল বহির্ভূত মেয়েদের নৃত্যগীত পরিবেশন এবং কোনো ধরনের অসামাজিক কিংবা অনৈতিক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে, আয়োজক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। পুতুলনাট্যের প্যান্ডেল বা মঞ্চে পুতুলনাট্য ব্যতীত অন্য কিছু পরিবেশনের অভিযোগ পাওয়া গেলে, বাস্তব অবস্থা বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় জেলা প্রশাসক/মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অনুমোদনক্রমে পুতুলনাট্যানুষ্ঠান যেকোনো সময় বন্ধ করে দিতে পারবে;

১০.৪. পুতুলনাট্যানুষ্ঠানের নামে অবৈধ চাঁদা আদায়, দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদি পরিলক্ষিত হলে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতিক্রমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যরা তা কঠোর হস্তে দমন করবেন।

১১. পুতুলনাট্য দল ভাড়া প্রদান এবং অন্যান্য বিষয়াদি

১১.১ নিবন্ধিত দলের মালিকপক্ষ পুতুলনাট্য পরিবেশন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দল ছাড়া অন্য কোনো দল, সংগঠন বা ব্যক্তিকে একাডেমি প্রদত্ত নিবন্ধনপত্র ও অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রাপ্ত স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতিপত্র হস্তান্তর করতে পারবেন না;

১১.২ নিবন্ধিত দলের কার্যক্রম কোন কারণে চালানো সম্ভবপর না হলে সংশ্লিষ্ট দলের মালিকপক্ষকে একাডেমি প্রদত্ত নিবন্ধনপত্র একাডেমিতে জমা দিতে হবে;

১১.৩ একইভাবে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি পাওয়ার পর, কোন কারণে অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভবপর না হলে, আয়োজক পক্ষকে যথাসময়ে তা স্থানীয় প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানাতে হবে;

১১.৪ নিবন্ধিত দলের মালিককে পুরো বছরে (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) সম্পাদিত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন বছর শেষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে জমা দিতে হবে;

১১.৫ এই নীতিমালায় উল্লেখ নেই, অথচ পুতুলনাট্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য জরুরি, এমন কোন ইতিবাচক বিষয়ে কমিটি বিবেচনা করতে পারবে। তবে উক্ত বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তা অবশ্যই যথাসময়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

১২. কার্যকারিতা

এ নীতিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশের দিন হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ
সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd